R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—1

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৩ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪

সমঝোতার চেষ্টা ব্যর্থ ফ্রন্টের শরিকী লড়াই বহু আসনে

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেস নয়, বামফ্রন্টের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করবে ফ্রন্টের শরিকী লড়াই। বুধবার (আজ) সন্ধ্যে পর্যন্ত মুরশিদাবাদ জেলায় বামফ্রন্ট শরিক দলগুলির মধ্যে সমঝোতার প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় প্রায় ৬০ শতাংশ আসনে শরিক দলগুলি একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। জঙ্গিপুর মহকুমার প্রায় সর্বত্রই শরিকী লড়াই হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রাজনৈতিক মহলের খবর, এই লড়াই রঘুনাথগঞ্জ-২ এবং সাগরদীঘি এলাকায় অন্যান্য ব্লকের চেয়ে অনেক কম হবে। কারণ ঐ দুই এলাকায় সি পি এম ছাড়া আর কোন ফ্রন্ট শরিকের উপস্থিতি বেশ কম। ঠিক কতগুলি আসনে শরিকী লড়াই হবে এখনই তা বলা মুস্কিল। কারণ মনোনয়ন পত্র ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত দাখিল করার সময়সীমা রয়েছে। শুরু হয়েছে ৫ এপ্রিল। বুধবার পর্যন্ত ১০ শতাংশ মনোনয়ন পত্রও জমা পড়েনি। ফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লড়াই হবে রঘুনাথগঞ্জ-১, সুতী-১, সুতী-২ এবং শামসেরগঞ্জ। এই চার ব্লকে সি পি এমের পরেই আর এস পির স্থান। ফঃ ব্লক এবং সি পি আই'র উপস্থিতিকে অনেকেই তেমন কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ফরাক্কাতে সি পি এম অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী হলেও সেখানে ফ্রন্টের শরিকী লড়াই হবে। সেখানে আর এস পি এবং ফঃ ব্লক নেতারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সি পি এমের অপকীর্তি'র কথা প্রচার করতে শুরু করেছেন। কোথাও কোথাও তারা বামফ্রন্ট বিরোধী গণফ্রন্টের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছেন বলে খবর মিলেছে। অবশ্য বহরমপুরে আর এস পির এক নেতা বলেছেন সমঝোতা নিয়ে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের সময় পর্যন্ত আলোচনা হবে। ফ্রন্টের এই শরিকী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইন্দিরা কংগ্রেসকে বাড়তি সুবিধে দিয়েছে। তবে সেখানেও নেতাদের মধ্যে তুমুল অন্তর্বিরোধ মাথা চাড়া দিয়েছে। বহু কংগ্রেসী ইতিমধ্যেই নির্দল হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। কেও কেও আবার আর এস পিকে সমর্থন করছেন। এ দিকে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে গ্রামাঞ্চল বেশ সংগরম হয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও দেওয়াল লিখন, মিছিল শুরু হয়েছে। চায়ের দোকানগুলোও নির্বাচনী বিশ্লেষণে মশগুল। ঐ সব বিশ্লেষণে পঞ্চায়েতের বিগত কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। তবে কোথাও এ নিয়ে কোন রকম অশান্তি ঘটেছে বলে খবর মেলেনি।

তীব্র দাবদাহে গ্রামাঞ্চলে জলকষ্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা : তীব্র দাবদাহে জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র তীব্র জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। ব্লক অফিসগুলিতে টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়ায় গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের অভাবনীয় আকালের খবর আসছে। গ্রামের বেশীর ভাগ পুকুর শুকিয়ে গেছে। ইঁদারা থেকে জলের সঙ্গে বালি উঠছে। আনুমানিক হিসেবে মহকুমায় প্রায় সাড়ে ৪ শো টিউবওয়েল অকেজো হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও টিউবওয়েল চুরিরও খবর আসছে। সাগরদীঘির বালিয়া হাই স্কুল লাগা একটি নতুন টিউবওয়েল কয়েকদিন আগে চুরি গেছে। টিউবওয়েলটি মাত্র সপ্তাহখানেক আগে পানীয় জলকষ্ট দূর করতে বসানো হয়েছিল বলে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

শিক্ষকদের অসহযোগে পরীক্ষা গ্রহণ দায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : অধ্যাপক এবং শিক্ষকদের বেশীর ভাগ ইনভিজিলেসন দিতে রাজী না হওয়ায় জঙ্গিপুর কলেজ ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টার ভবিষ্যতে চালু রাখা যাবে কি না কর্তৃপক্ষ তা নিয়ে সংশয়ে পড়েছেন। এ বছর ঐ দুটি পরীক্ষা চালাতে দুটি কেন্দ্রেই বেশ বিড়ম্বনা দেখা দেয়। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশ এবারে ইনভিজিলেসন দেননি। কর্তৃপক্ষ তাই বাধ্য হয়ে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও করণিকদের এনে ইনভিজিলেসন দিইয়েছেন। স্কুল বোর্ডকে না জানিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকেরা এ দায়িত্ব পালন করায় বহু স্কুল পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে অচল হয়ে পড়ে। নিয়মমত ইনভিজিলেসন দেওয়ার জন্য প্রত্যেকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। কিন্তু ঐ স্কুল ও কলেজের শিক্ষকেরা ইনভিজিলেসন না দিয়ে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছুটি ভোগ করছেন। এক অধ্যাপকের অভিযোগ, ইনভিজিলেসন দিচ্ছেন না যাঁরা তাঁরাই আবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার লোভে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। তাঁর দাবী, প্রত্যেক শিক্ষাকর্মীকে ইনভিজিলেসন দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে সরকারী পর্যায়ে নিয়ম করা প্রয়োজন। তা না হলে ভবিষ্যতে বহু কেন্দ্রে ফাইন্যাল পরীক্ষা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ও সি সাসপেণ্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ থানার ও সি বিনয় ভদ্রকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। শ্রীভদ্র কয়েকমাস আগে ঐ থানায় কাজে যোগ দেন। তিনি বর্তমানে 'সিক' করে রয়েছেন। কেন এই সাসপেনশান তা অবশ্য জানা যায়নি। জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে কুমুদশংকর চ্যাটার্জি ঐ থানায় ও সি হিসেবে যোগ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বহরমপুরে পুর-কমিশনার খুন, বন্ধ

বিশেষ সংবাদদাতা : বহরমপুর পুরসভার প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান স্বপন চ্যাটার্জি খুন হয়েছেন সোমবার সন্ধ্যারাতে। আর এস পি সমর্থিত পুর-কমিশনার ছিলেন তিনি। এই খুনের প্রতিবাদে আজ বহরমপুরে বন্ধ পালিত হয়। প্রায় সমস্ত দোকানপাট এদিন বন্ধ ছিল। বাসগুলিও পুর এলাকার বাইরে দিয়ে যাতায়াত করে। পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, সন্ধ্যারাতে সিনেমা দেখে বেড়ানোর পর জনকয় দুর্বৃত্ত তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই স্বপনবাবুর মৃত্যু হয়। অন্য এক সঙ্গী গুরুতর আহত হন। গত কিছু দিনে এই নিয়ে বহরমপুরে একাধিক ব্যক্তি খুন হোলেন। এই সব খুনের অধিকাংশই সমাজবিরোধীদের মধ্যে রেষারেষির পরিণতি। অবশ্য স্বপনবাবুর খুন হওয়ার পিছনে কারণটি কি তা বলা যাচ্ছে না। পুলিশ এ নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

বহরমপুরের এ্যাথলেটস দিল্লীতে সোনা পেলেন

বিশেষ সংবাদদাতা : বহরমপুরের সমর সিংহ দিল্লীর নেহেরু ষ্টেডিয়ামে ২০ কিলোমিটার হাঁটা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয় করেছেন। সিঙ্গাপুর, জাপান, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে ১৬ জন প্রতিযোগী এতে যোগ দেন। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে থ্যাতিমান এ্যাথলেটস্ মিলখা সিং-এর উদ্যোগে চতুর্থ এশিয়াড ভেটারেন্স এ্যাথলেটদের আসর বসে দিল্লীতে। ৫৫ বছর বয়সী সমরবাবু দিলেন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি। টোকিওতে পঞ্চম এশিয়াড ভেটারেন্স এ্যাথলেটস্-এ শ্রীসিংহ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। ডিসেম্বরে তামিলনাড়ু প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেবার জন্য মিলখা সিং অনুরোধ করেছেন তাঁকে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে চৈত্র বুধবার, ১৩৮৯ সাল

আগামী

আমাদের পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যা নূতন বৎসরে প্রকাশিত হইবে। তাই বর্তমান সংখ্যায় নব-বর্ষের প্রতি আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি। বর্ষের পর বর্ষ আসে আর চলিয়া যায়। ইহারই মধ্য দিয়া রচিত হয় চলিষ্ণু মানবজীবনধারার ইতিহাস—নানা উত্থান-পতনের কত বিচিত্র কাহিনী। কালের দিগন্তে অনাগত সুদূর ভবিষ্যৎ যখন হয় বর্তমান, তখন এখনকার বর্তমান তাহার যুগ বৈশিষ্ট্যকে লইয়া মহাকালের গর্ভে লীন হইয়া যায়। শুধু কিছু কালির আঁচড় ধরিয়া রাখে তাহাকে।

১৩৮৯ সাল আজ যেন পথশ্রমে শ্রান্ত। শিবের গাজনে সে জানাইতেছে, তাহার বিদায়ক্ষণ সমাসন্ন। এই সাল তাহার যাত্রারম্ভে কী কত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহারই হিসাব-নিকাশে সে বুঝি ম্রিয়মাণ। নানা ব্যর্থতার গ্লানি তাহার বিদায়বেলাকে যেন আরও মলিন করিয়া তুলিতেছে। বিদায় সম্বর্দ্ধনার দাবী সে করিতে চাহে না। শক্তিমান গোষ্ঠীগুলি সভ্যতাবিধ্বংসী অস্ত্রাদির আস্ফালনে মত্ত, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে কলহে লিপ্ত করিয়া তাহারা আপন আপন সামরিক উপকরণ উৎপাদনে ভারসাম্য রাখিতে ব্যস্ত এবং মানুষ মারার রাজনীতিতে লিপ্ত, ভারতে অকালি-আসামী অশান্তি, পশ্চিমবঙ্গের খরায় বিপর্যস্ত জনজীবন, আন্তর্জাতিক মন্দাবাজার, রাজ্যে সীমাহীন বেকারত্ব, মানুষের অনিশ্চিত নিরাপত্তা প্রভৃতি এই সালের বেদনাময় ব্যর্থতা। এই সব কথা যতই মনে আসুক না কেন, যে বিদায় লইতেছে, তাহাকে আর সমালোচনার বাণে জর্জরিত করা বিধেয় নহে। আবার সৃষ্টি হউক নব নব প্রত্যাশার, সকলে শুনুক নূতন নূতন প্রতিশ্রুতির ঘোষণা। সুদিন সকলেই কামনা করেন। দুঃখের অমানিশার অন্ত হোক প্রভাতসূর্যের উজ্জ্বল উদ্ভাসে। যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহা এইবার যেন লব্ধ হয়। ইহাই ভাবে মানুষ। আর ভাবিতে পারে বলিয়াই অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক সুন্দর কল্পলোক সে গড়ে। ইহা না হইলে মানুষ কী প্রকারে বাঁচিবে? তবু বলিব, ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা চৈতালি হাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হউক, প্রাণে জাগুক পথ চলার সঞ্জীব উদ্দীপনা ও মহান প্রেরণা। শাসককুল প্রজাকুলকে দান করুন স্বস্তি। আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা—সকলের প্রতি আগামী শুভ নব-বর্ষের শুভ কামনা জানাইতেছি। বিদায়ী বর্ষকে জানাই শ্রদ্ধা।

শিবমস্তু!

॥ ভিন্ন চোখে ॥

'তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি
বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ?'

পুরাতন স্মৃতি, ভুলে যাওয়া গীতি—বৎসরের আবর্জনাকে সরিয়ে রেখে ঋতু রঙ্গশালায় প্রবেশ করছে মৌনী তাপস বৈশাখ। অশোক পলাশের রাশি রাশি রাঙা হাসি বনে-মনে-স্থলে-জলে বসন্তের হিল্লোল গেছে স্তব্ধ হয়ে। যাবার আগে বসন্ত সবাইকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে।

'চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।'
দূর শাখে বিরামবিহীনভাবে পিক ডাকে। বসন্ত ফুল ফোটানো সারা করে সরে গেল প্রকৃতির এই লীলানিকেতন থেকে। ঝরা ফুলের ডালা নিয়ে বসন্তের প্রস্থান। উদাসী ভৈরবের আগমনবার্তা বনে প্রান্তরে ঘোষিত হচ্ছে। নব-বর্ষের পুণ্য বাসরে আমরা সেই উদাসী ভৈরবকে আহ্বান জানাই। আশা রেখেছি তার কাছে গ্লানি মুছে দিতে। জরাকে ঘুচিয়ে দিতে। ভৈরব সন্ন্যাসীর আগমনে অগ্নিস্নানে ধরা শুচি হোক্। আমরা এই বৈরাগীকে প্রণাম জানাই। তার তপোবহ্নির শিখায় আমাদের অন্তরে নির্মল আলোক প্রজ্বলিত হোক্।

মণি সেন

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

পরিবহণে নৈরাজ্য

গত কিছুদিন থেকে বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ রুটে প্রাইভেট বাস ও মিনিবাস চলাচলে চরম নৈরাজ্য চলেছে। সরকারী বিধিনিষেধ অমান্য করে যথেচ্ছভাবে খেয়াল খুশী মত ঐ রুটের বাসগুলি চলাচল করায় যাত্রীরা বিড়ম্বনায় পড়ছেন। মিত্র সার্ভিস ও কিষণ মিনিবাস দু'টি মাত্রাছাড়াভাবে অনিয়মিত। কিষণ মিনিবাসটি প্রায় দিনই রুট ছেড়ে অন্যত্র ভাড়া খাটছে। সন্ধ্যে-৬-১৫ মিনিটে বহরমপুর থেকে 'কিষণ' ছাড়ার কথা। কিন্তু একটি দিনও সেটি সন্ধ্যেয় আসছে না। বহুবার বলেও কোন ফল হয়নি। আর টি এ ব্যাপারটি দেখবেন কি? —মেনকা দাস, রঘুনাথগঞ্জ।

লিফ্‌ট্

তুর্ম্মুখ

সংবাদপত্রে ক'দিন ধরে একটি শব্দ শোনা যাচ্ছে লিফ্‌ট্। সেই শব্দ নিয়ে পথঘাট, নদীবন্দর, রেল ষ্টেশন, অফিস কাছারি এমন কি বিধানসভা পর্য্যন্ত তোলপাড়। আমার মাথায় কিন্তু কিছুতেই ঢুকছে না এ আর এমন কি বিশেষ ঘটনা যা নিয়ে চারিদিকে এত হৈ চৈ হ'তে হবে বা তুলকালাম হয়ে যেতে হবে বিধানসভা। অবশ্য এ কথাও খুব সত্যি যে আমার মাথাটাও পরিষ্কার নয়। আমার বাবা মাও বলতেন আমি নাকি মাথা মোটা। সেটা অবশ্য ভুলে গিয়েছিলাম ও নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবতে শুরু করেছিলাম জঙ্গিপুর সংবাদের সম্পাদক মশায়ের উৎসাহে। কিন্তু সেই ভুলটা ভেঙ্গে গেল সম্প্রতি চাঁই সমাজ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদকের তাঁদেরই মুখপত্র পরিচয়ের 'তুর্ম্মুখের প্রতি' প্রতিবেদনে। সেখানে তিনি খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে ছেড়েছেন যে আমি একটি হস্তিমুর্খ। আমার নাকি কোন জ্ঞানগম্যি নেই। কেন না তাদের সমাজকে লিফ্‌ট করার যে শুভ চেষ্টা তাঁরা নিয়েছেন তাকে নাকি আমি বলেছি বিচ্ছিন্নতাকামী মনোবৃত্তি। এখন আমি বেশ বুঝে'ছ আমি বোকা বলেই তাদের শুভ প্রচেষ্টা বুঝতে পারিনি। সমাজের প্রতিটি স্তরেই আজ লিফ্‌টের ছড়াছড়ি। অনুন্নত সমাজ চাইছে লিফ্‌ট। সর্বহারা মানুষ চাইছে লিফ্‌ট। অলিম্পিক আসরে ওয়েট লিফটার চাইছে আরো লিফ্‌ট করতে। সকল রাজ্য চাইছে কেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে লিফ্‌ট করতে। দক্ষিণ চাইছে উত্তরের চেয়ে লিফ্‌ট। আসু গণসংগ্রাম পরিষদ, গুর্খা, আদিবাসী ও অকালীরা চাইছে লিফ্‌ট। বামপন্থীদল চাইছে দক্ষিণপন্থীকে চেপে লিফ্‌ট। ইন্দিরা চাইছেন রাজনীতিতে রাজিবের লিফ্‌ট। মেনকা চাইছেন লিফ্‌ট। জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠী চাইছে বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেদের লিফ্‌ট। রাশিয়া, চীন, আমেরিকা সকলেই চাইছে নিজের নিজের লিফ্‌ট। দলনেতারা চাইছেন পরস্পরকে চেপে রেখে নিজেদের লিফ্‌ট। ছোটরা চাইছেন নিজে দিকে গুছিয়ে নিয়ে অবস্থাটাকে লিফ্‌ট করতে। তবে শুধু মাত্র এই রাজ্যের যিনি কর্ণধার সেই সর্বহারা দরদী, সর্বহারার উন্নতিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ সেই মুখ্যমন্ত্রীর নিজের বাড়ীতে লিফ্‌ট বসানো নিয়ে এত হৈ চৈ কেন এটা আমার মোটা মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। এতে অন্যায়টা কোথায়। একটা অথর্ব, বৃদ্ধ মানুষ যদি সামান্য একটু শারীরিক সুখের জন্য নীচে থেকে উপর তলায় যাবার জন্য তাঁর বাড়ীতে সরকারী খরচে লিফ্‌ট বসান তাতে অন্যায় হবে কেন? দু'তিন লাখ ব্যয় হ'লোতো কি হলো? টাকাটা তো শুধু ধনীদেরই নয়। ওগুলোর অধিক অংশই তো নিম্নবিত্ত সর্বহারাদের কাছ থেকে আদায় করা খাজনার টাকা। এদের রক্তও বলতে পারেন। অবশ্য রক্তও ঠিক নয়, রক্ত জল করা টাকা। তা জলের টাকা জলে গেলে লোকের কি? তার উপর সর্বহারা শ্রেণীর রক্ত জল করা টাকায় যদি তাদের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুখ্যমন্ত্রীর একটু উপকার হয় সে তো খুব ভাগ্যের কথা। সর্বহারা দরদী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্ত্রী পুত্র কিভাবে জীবনযাপন করেন তাও মনে না রেখে নজর না দিয়ে সর্বহারার উন্নতির জন্য তাঁর সবটুকু সময় ব্যয় করছেন। তাদের চিন্তা করে করে আজ তিনি অথর্ব হ'য়ে পড়েছেন। সিঁড়ি ভেঙ্গে নিজের ঘরে উপর তলায় যেতে পারছেন না। তার উপর সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে যেতে যেতে তিনি ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে সর্বহারার উপকার চিন্তা ব্যাহত হবে। সে জন্যই তো তাঁর যাতে ক্লান্তি না আসে এ চিন্তা করে আমাদের প্রিয় পূর্তমন্ত্রী এই লিফ্‌ট বসাবার চিন্তা করেছেন। না হ'লে তো সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষতি হবে সর্বাধিক। সে কারণে আমি অন্ততঃ পক্ষে এ চিন্তাধারার সঙ্গে একমত এবং দু'তিন লাখ কেন আরো খরচ করেও লিফ্‌ট বসানোর পক্ষে। সর্বহারা শ্রেণীর সার্বিক লিফ্‌ট এর চিন্তায় যিনি সর্বকাল মগ্ন তার একটু সাধারণ শারীরিক সুখ সুবিধার জন্য সর্বহারার রক্ত জল করা টাকা খরচের মধ্যে কোন অন্যায়ই নেই। এই মহান্ কর্ম্মের মূল না বুঝে যাঁরা অহেতুক সমালোচনায় মুখর হ'য়ে উঠেছেন তাঁরা সর্বহারা শ্রেণীর শত্রু, বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন। দেশের শত্রু ও সি-আই-এর চর এরা। সুবুদ্ধিসম্পন্ন সকল জনসাধারণও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে মুখ্যমন্ত্রীর লিফ্‌ট প্রয়োজন আমাদেরই লিফ্‌টের জন্য।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise)
FARAKKA SUPER THERMAL POWER PROJECT

Notice Inviting Tender for Running and Maintenance (Including Catering) of Field Hostel/Guest House/Transit Camp at Farakka and Transit Camp at Calcutta.

(N. I. T. No. FS : 42 : CS : 390/T-26/83)

Sealed tenders are invited from experienced parties for running and maintenance of one Field Hostel having 56 (fifty six) double bedded rooms and its dining complex alongwith kitchen and stores, one permanent Guest House having 4 (four) V. I. P. suits, and 1 (one) Transit Camp having 17 (seventeen) double bedded rooms, located at Farakka and 1 (one) Transit Camp having 3 (three) double bedded rooms at Calcutta, for a period of one year. The work will include all catering services such as providing lunch, dinner, break-fast, snacks, hot/cold drinks and entire house keeping. Necessary utensils, crockery, furniture, bed covers etc. will be provided by FSTPP. Interested parties having in-line experience in large industrial organisations/mess/Govt. organisations and other public sector undertakings and having financial resources may apply for issue of tender documents.

The tender documents can be had in person on showing the proof of experience and other credentials idcluding latest Income tax clearance certificate, from the office of the undersigned on payment of Rs. 50/- (Rupees fifty) in cash. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees twenty) only extra either by I. P. O. payable at post office Khejuriaghat or demand draft in favour of National Thermal Power Corporation Ltd. payable on State Bank of India at Farakka alongwith proof of experience and other credentials. The tender documents will be on sale from 9-4-83 to 30-4-83 during working hours. Tenders will be received upto 11.00 A. M. on 2-5-83 and will be opened immediately thereafter in the presence of attending tenderers.

Tenderers will be required to deposit Earnest Money of Rs. 5,000/- (Rupees five thousands only) in cash or in any of acceptable forms indicated in tender documents. N. T. P. C. reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason and to distribute the work among more than one parties.

Dy. Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project.
P.O. Farakka Super Thermal Power Plant
Dt. Murshidabad : West Bengal
Pin–742212

গ্রন্থাগারে অব্যবস্থায় অধ্যাপকেরা ক্ষুব্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর কলেজ গ্রন্থাগারে অব্যবস্থার অভিযোগ এনে ছন কলেজেরই জনকয় অধ্যাপক। তাঁদের অভিযোগ, গ্রন্থাগারে কর্মীর সংখ্যা বাড়লেও বই বণ্টনের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা অসুবিধের পড়ছেন। বার বার তাগিদ দিয়ে অধ্যাপকেরা তাঁদের চাহিদা মত বই-পত্তর পাচ্ছেন না। ক্যাটলগ তৈরী না হওয়ায় ভোগান্তি বেড়েছে। কলা বিভাগের এক অধ্যাপকের অভিযোগ, বিনা নোটিশেই যখন তখন গ্রন্থাগার বন্ধ রাখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষকে জানানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা হয়নি। ক্ষুব্ধ অধ্যাপকেরা তাই তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছেন। অধ্যাপকদের এই অভিযোগ সম্পর্কে গ্রন্থাগারের এক কর্মচারী অবশ্য জানান, কয়েকজন অধ্যাপক দীর্ঘদিন ধরে কলেজের গ্রন্থাগার থেকে বহু বই নিয়ে আটকে রেখেছেন। বার বার বলেও তাঁরা বইগুলি ফেরৎ দিচ্ছেন না। ফলে গ্রন্থাগার চালানো অসুবিধে হয়ে পড়ছে।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৮ এপ্রিল প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ মুরারিমোহন সরকার এখানে তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। এই ধর্মপ্রাণ মানুষটি দীর্ঘকাল সুনাম ও সততার সঙ্গে নিজ কর্তব্য পালন করে গেছেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২৩শে মে, ১৯৮৩
মোকর্দ্দমা নং M. Ex. 9/82
ডিগ্রিদার—জানমহম্মদ মিস্ত্রী
দেনদার—আবুবাকার সেখ দিং
দাবী ২৬৭০ প: থানা রঘুনাথগঞ্জ
মৌজে ধফরপুর ৮ একর মধ্যে ১ বিঘা ওন্মধ্যে ২½ শতক। দাগ নং ৩৫৮১ খং নং ১৮২৬ আ: ২০০ টাকা।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রয়

দফরপুর শিবতলা চৌরাস্তার মোড়ে ভদ্র পরিবেশে ছয়খানা ঘর, সেনিটারী পায়খানা, বাথরুম, ডিপ-টিউব-ওয়েল বিশিষ্ট বাড়ী তৎসংলগ্ন ভিটি ৪½ শ: (গোয়ালবাড়ী কুয়ো পায়খানাসহ), ২½ শ:, ৩০ শ: আমবাগান ৪৩½ শ:, ১০৮ শ:, ৬১ শ: সত্বর যোগাযোগ করুন। শ্রীপীযূষকান্তি রায় প্রযত্নে শ্রীবলরাম চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রো: রতনলাল জৈন
পো: জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিরাপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Farakka Super Thermal Power Project
Notice Inviting Tender For Canteen Contract
(N. I. T. No. FS: 42: CS: 180/T-25/83)

Sealed tenders are invited from experienced caterers to run our plant site Canteen for catering meals of 3 (three) hundred employees and tea, snacks, sweets etc. for about 6 (six) hundred employees per day at present. Interested parties having experience and financial resources may collect the tender papers from the Office of the undersigned which will be available from 11. 4. 83 to 3. 5. 83 on payment of Rs. 25/- (Rupees twenty five) only. While applying for tender documents intending tenderers shall furnish to the tender issuing authority proof of their experience and antecedents, financial standing, valid income tax and sales tax clearance certificates etc. The tenderers will be required to deposit earnest money of Rs. 5,000/ (Rupees five thousands) in cash or by Bank draft pay able to NTPC. Farakka alongwith tender.

The tenders will be received in the Office f the u nder signed upto 11 A. M. on 4. 5. 83 and will be opened immediately thereafter in the presence of attending tenderers. NTPC management reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons thereof.

Deputy Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project
P. O. Farakka S. T. P. P.
Dist. Murshidabad, West Bengal
Pin-742212

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।